পত্রলেখক-লেখিকাদের নিজস্ব মতামত এই বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে।—সম্পাদক

তোমারে করি নমস্কার

‘উদ্বোধন’-এর গত পৌষ ১৪১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পঞ্চদশ অধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ’ শিরোনামে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ রচনাটি পড়লাম।

পঞ্চদশ অধ্যক্ষ মহারাজের ছাত্রজীবন সম্বন্ধে পড়ে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তি হয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তিম বর্ষের পরীক্ষা না দিয়ে তিনি প্রমাণ করে দিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অপেক্ষা রামকৃষ্ণ সংঘে যোগদান অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর জীবনই তাঁর বাণী বলে মনে হচ্ছে। তার ওপর তিনি লাভ করেছেন প্রথিতযশা অধ্যাপক ডঃ সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, ডঃ পি. বি. দত্ত, ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রমুখের সান্নিধ্য, যা দর্শনের ছাত্রী হিসাবে আমার হৃদয়কে অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে দিয়েছে। বিনম্র প্রণাম ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। তাই কৃতজ্ঞচিত্তে আমার গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করলাম।

সুষমা খামরুই
অঙ্গাদপুর, দুর্গাপুর, বর্ধমান-১৫

সেবার রং, ভালবাসায় রঙিন

যাঁরা কলকাতার বাসিন্দা, তাঁদের পশ্চিম প্রান্তের এক রাজ্য গুজরাট সম্পর্কে ধারণাটা কিছুটা বিরূপ। যদিও গুজরাটের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে আমরা সকলেই সচেতন, তথাপি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ‘ট্র্যাক রেকর্ড’ খুব একটা ভাল নয়। আর এইসব ধারণার ভিত্তি নিঃসন্দেহে কিছু সংবাদপত্র।

আমি পেশায় ডাক্তার (হিমাটোলজিস্ট), মুম্বাই শহরে থাকি। হঠাৎই একদিন আমার বিভাগীয় প্রধান জানালেন, সপ্তাহের শেষ দুদিনের জন্য ‘বিদারা’ যেতে হবে। আমি তো খুবই খুশি। প্রথমত, গুজরাট আমি কোনদিনও যাইনি আর দ্বিতীয়ত, বাঁধাধরা রুটিন থেকে অব্যাহতি।

বিদারা গান্ধীধাম থেকে ৭০ কিমি দূরে এক অখ্যাত গ্রাম। ভৌগোলিক দিক থেকে কচ্ছের মধ্যে অবস্থিত। জায়গাটার নাম আমরা সকলে জানি ভূমিকম্পের জন্য। অর্থাৎ ভূমিকম্প, সাম্প্রদায়িক সহিষ্ণুতা, প্রাকৃতিক বনাম মানবিক—সবদিকেই একটা negativism।

আমার কিন্তু বিদারায় গিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত একটি অভিজ্ঞতা আর শিক্ষা হয়েছে, যা আমি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। দুপুরবেলা বান্দ্রা টার্মিনাস থেকে কচ্ছ এক্সপ্রেসে উঠে পড়লাম। আমার সঙ্গীরা সকলেই ডাক্তার। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁরা যথেষ্টই খ্যাতিমান, এককথায় প্রতিষ্ঠিত এবং মুম্বাই শহরে বেশ ভাল প্র্যাকটিশ করেন। বয়সে কিছু প্রবীণ। আর এঁদের অনেকেরই পৈতৃক ভিটা বিদারা বা তার আশপাশের গ্রাম। তাঁদের সঙ্গে গল্প করতে করতে পৌঁছে গেলাম গান্ধীধাম। সেখান থেকে গাড়ি করে বিদারা। হাড়কাঁপানো ঠান্ডা আর ঠিক ততটাই উষ্ণ আমার সহযাত্রীদের সান্নিধ্য। আমাকে তাঁরা সারাক্ষণ আগলে রাখতে ব্যস্ত, যাতে কোন অসুবিধা আমার না হয়।

পৌঁছে গেলাম বিদারার অভ্যন্তরে সেই হাসপাতালে, যেখানে Health Camp চলছে। রোগী দেখা শুরু করলাম। গ্রামের একেবারে গরিব-গুরবোর দল। তাদের ভাষা আমি বুঝি না, আমারটাও তারা বোঝে না। কিন্তু তাদের কষ্টের ভাষাটা পড়ার চেষ্টা করলাম। আমার যতটা করণীয় তা করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু যা আমাকে মুগ্ধ করল, তা হল আমাদের মধ্যে নির্মিত এক আশ্চর্য সেতু।

এই সেতুটি কী? অথবা কারা? তাঁরা অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত কয়েকজন মানুষ—যাঁরা মুম্বাই এবং অন্যান্য বড় শহরে প্রতিষ্ঠিত, কেউ কেউ সুদূর U. S. A.-র বাসিন্দা। তাঁরা তাঁদের স্ত্রী-সহ পুরো পরিবার বেশ কিছুটা সময় এবং অর্থ দিয়ে দায়িত্ব সহকারে সেই মানুষগুলির চিকিৎসার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। স্বভাবতই তাঁরা সকলে চিকিৎসক নন, কিন্তু সেই দরিদ্র অসহায় মানুষগুলি মুম্বাইতে কোথায় যাবেন, কাকে দেখাবেন, আর কী করলে ভাল হয়ে উঠবেন অর্থাৎ follow up—যেটা চিকিৎসাশাস্ত্রের সবচেয়ে বড় কথা—তার পুরো দায়িত্ব নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছেন।

আমার সেই মুহূর্তে একটা কথাই বারবার মনে হয়েছে—Perfect Community Service। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গ্রামের সমস্ত মানুষজনকে একাত্ম করে নেওয়ার কী সুন্দর একটা প্রয়াস! আমরা যাঁরা আজ উৎসমূল থেকে অনেক দূরে রয়েছি, আমরা কি পারি না Community Service-এর মাধ্যমে উৎসমূলের কাছে ফিরে যেতে?

ডাঃ শুভপ্রকাশ সান্যাল
কিং এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হসপিটাল, মুম্বাই-১২